এ টেল অফ টু সিটিজ

চার্লস ডিকেন্স

Written by Fatema Islam Neha, Designed by Fardina Raihan

"এ টেল অফ টু সিটিজ" ফরাসি বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি লন্ডন ও প্যারিস শহরকে কেন্দ্র করে নিয়ে লেখা। ফ্রান্সের এক নির্মম অভিজাত, মারকুইস এভরেমোন্ডে, এক দরিদ্র পরিবারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই অপরাধের সাক্ষী ছিলেন ডক্টর ম্যানেট, এক সৎ চিকিৎসক। তাকে সত্যটি গোপন করতে বাস্টিল দুর্গের নির্জন কারাগারে আঠারো বছর রেখে দেওয়া হয়। মুক্তির পর, তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং তার মেয়ে লুসির সাথে লন্ডনে নিরাপদ জীবন কাটাতে শুরু করেন।

ঘটনাক্রমে তাদের সাথে চার্লস ডার্নে এবং সিডনি কার্টনের পরিচয় হয়: চার্লস ডার্নে, যিনি আসলে ওই নিষ্ঠুর এভরেমোন্ডে পরিবারেরই সদস্য কিন্তু নিজের বংশের অন্যায়কে ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে একজন সৎ মানুষ হিসেবে বাস করছেন; এবং সিডনি কার্টন, এক প্রতিভাবান কিন্তু হতাশাগ্রস্ত ও মদ্যপ আইনজীবী, যে নিজের জীবনকে অর্থহীন মনে করে, কিন্তু লুসিকে গভীরভাবে ভালোবাসে। লুসি ডার্নেকে বিয়ে করে এবং তাদের একটি সুখী সংসার হয়। কিন্তু ফ্রান্সে তখন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। দরিদ্র জনতা ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং প্রতিটি অভিজাতকে শত্রু মনে করছে।

এই প্রেক্ষাপটে, চার্লস ডার্নে তার এক অনুগত সেবককে বাঁচাতে প্যারিসে গেলে ধরা পড়েন। তার বংশের অতীত অপরাধের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার স্ত্রী লুসি, বাবা ডক্টর ম্যানেট এবং সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখনই গল্পের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও মহান মুহূর্তটি আসে। সিডনি কার্টন, যে লুসির সুখ ও নিরাপত্তা ছাড়া কিছুই চায়নি, সে এক পরিকল্পনা করে। তার সাথে চার্লস ডার্নের অবিশ্বাস্য শারীরিক সাদৃশ্য ছিল। সে কারাগারে গিয়ে ডার্নেকে অচেতন করে নিজের পরিচয়ের কাগজপত্র দিয়ে দেয় এবং ডার্নের পরিচয়ে নিজেকে বন্দী করে। এর ফলে অচেতন ডার্নেকে লুসি ও ডক্টর ম্যানেটের সাথে নিরাপদে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। পরদিন, সিডনি কার্টনকেই চার্লস ডার্নে ভেবে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। নিজের এই ত্যাগকে সে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ কাজ বলে মনে করে।

এই গল্প আমাদের একটি গভীর সতর্কবার্তা দেয়। এটি দেখায় যে, শোষণ ও অত্যাচার কখনোই স্থায়ী সমাধান নয়। অভিজাতদের নিষ্ঠুরতা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন তা বিপ্লবের রূপ নেয়। কিন্তু সেই বিপ্লবও যখন রক্তের পিপাসায় ও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে যায়, তখন তা নতুন অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এক অত্যাচার শুধু আরেকটি অত্যাচারের জন্ম দেয়। গিলোটিন তখন নতুন নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, গল্প আমাদের মানবতা ও ত্যাগের শিক্ষাও দেয়। সিডনি কার্টনের মতো একজন, যে নিজের জীবনকে মূল্যহীন ভাবত, সে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান কাজটি করে গেল একটি পরিবারকে বাঁচিয়ে। এটি প্রমাণ করে যে, সত্যিকারের ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থতা যেকোনো অন্ধকার সময়েও আলো ছড়াতে পারে। এটি ইতিহাসের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের শেখায় যে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে, ন্যায় ও মানবিকতায় ভর করে তবেই একটি উন্নত সমাজ গঠন সম্ভব।

হাজার চুরাশির মা

মহাশ্বেতা দেবী

Written by Fatema Islam Neha, Designed by Fardina Raihan

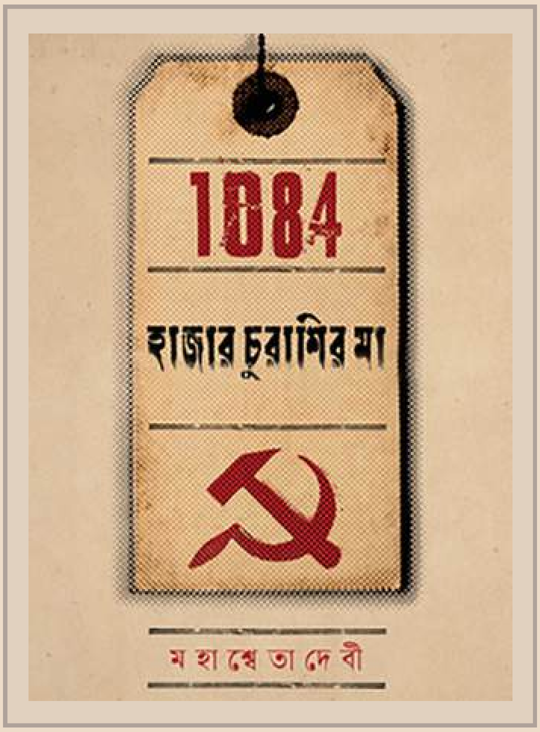

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা "হাজার চুরাশির মা" উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গের সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। নকশাল আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৭ সালে, পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়িতে জমিদারি শোষণ, ভূমিহীন কৃষকের বঞ্চনা ও রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে। এটি পরে একটি বৃহৎ যুব-রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়, যা সমাজের অসমতা ভাঙা ও বিপ্লবী পরিবর্তনের দাবি তুলে ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতার ছেলে ব্রতী এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশের হাতে প্রাণ হারায়। এক হাজার চুরাশি নম্বর লাশটি ছিল ব্রতীর। এভাবেই সুজাতা 'হাজার চুরাশির মা' হয়ে ওঠেন। সুজাতা পরবর্তীতে ব্রতীর 'ব্রতী' থেকে 'হাজার চুরাশি' হওয়ার কারণ খুঁজতে থাকেন; মা হিসেবে তিনি নিজের সন্তানের মৃত্যুর কারণ মেনে নিতে পারেননি। এই কারণ খোঁজার সময় সুজাতা রাষ্ট্রশাসনের ত্রুটি ও অপরাধ এবং সমাজে মধ্যস্ততাকারী শ্রেণীর বিরূপ দিকটি উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি দেখতে পান, রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়াকে অপরাধ হিসেবে ধরা হয়—যার কারণে তার ছেলের মৃত্যু হলো; কিন্তু অন্যদিকে সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনৈতিক ব্যক্তিরা অপরাধী বলে বিবেচিত হয় না। এই দ্বৈততাই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।"হাজার চুরাশির মা" উপন্যাসের মূলকথা বা কেন্দ্রীয় বিষয় হল একজন মায়ের ব্যক্তিগত শোক থেকে শুরু হয়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনতায় রূপান্তর, এবং বিপ্লবের নামে সংঘটিত নৃশংসতার জটিল ও দ্বন্দ্বময় স্বরূপের অন্বেষণ।

উপন্যাসে ব্রতী চরিত্রটি মহাশ্বেতা দেবীর ছেলে নবারুণ ভট্টাচার্য্যের জীবনকে প্রতিনিধিত্ব করে। মহাশ্বেতা দেবী ও তার পরিবার এই আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। উপন্যাসে দেখা যায়, ব্রতীর মৃত্যুর দুবছর পর সুজাতা তার বন্ধু সোমুর বাড়িতে যায়। সোমুও ব্রতীর মতো একই কারণে মারা যায়। কিন্তু সোমুর দরিদ্র পারিবারিক পটভূমির কারণে তার পরিবারের পরিণতি ভিন্ন হয়। ব্রতীর বাবা দিব্যনাথ ও ভাই তাদের প্রভাব খাটিয়ে ব্রতীর মৃত্যুর পর তার বিদ্রোহী পরিচয় গোপন রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু সোমু গরিব পরিবার থেকে আসায় তার পরিবার ভিন্ন পরিণতি ভোগ করে। সোমুর বোন সমাজে চলাফেরায় কষ্ট পায়, কারণ তার ভাই বিদ্রোহী ছিল। তাদের পরিবারে তীব্র দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। সুজাতা তাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে ব্রতীর বান্ধবী নন্দিনীর সাথে কথা বলে তার ছেলেকে আরও ভালোভাবে জানতে পারেন। তিনি জানতে পারেন, ব্রতী পুলিশি হামলা সম্পর্কে তার বন্ধুদের সতর্ক করতে গিয়ে সেখানেই মারা যায়, অথচ ব্রতীর উচিত ছিল সেই এলাকা থেকে অনেক আগেই সরে আসা। ব্রতী তার জন্মদিনে মায়ের হাতের পায়েস খেয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। সেই জন্মদিনেই ব্রতী মারা যায়।

ব্রতীকে জানতে গিয়ে সুজাতার চেতনায় পরিবর্তন আসে। তিনি ব্রতীর বিপ্লবী মানসিকতাকে বোঝার ও বিচার করার চেষ্টা করেন। সমগ্র উপন্যাসে তাকে একজন দৃঢ়চেতা নারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যিনি সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন তার ছেলেকে ভুলে যান, কারণ তার ছেলের মতো লোকেরা ছিল "গণতন্ত্রের দেহে ক্যান্সারাস গ্রোথ" (ক্যানসারাস গ্রোথ অন দ্য বডি অফ ডেমোক্রেসি)।

বহু বছর পর সুজাতা এই ভেবে কিছুটা শান্তি পান যে, সে সময়ের রাজনৈতিক অশান্তিতে তার ছেলের মতো মৃত্যু প্রায় কোনো ঘরকেই ছাড়েনি। "হাজার চুরাশির মা" উপন্যাসে মানবিক কাহিনির সেই সব অনালোচিত দিক চিত্রিত হয়েছে, যার উৎস বাংলার যুবসমাজের সেই অস্থির রাজনৈতিক অভিযাত্রা। যতদিন কমিউনিস্ট পার্টি সরকার গঠন করেনি, ততদিন এই যুবসমাজকে সরকার নির্মমভাবে দমন করেছিল। এরপর কমিউনিস্ট সরকারও তার বিরোধী শক্তিকে অনুরূপ নিষ্ঠুরভাবে দমন করে।